তৃণমূলের সাংসদ পদ ছাড়ছেন জহর সরকার

তুহিনা মণ্ডল

রাজ্যসভার সাংসদ পদ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন জহর সরকার। আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে তাঁর এই সিদ্ধান্ত বলে জানান তিনি। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখে সাংসদ পদ ছাড়ার কথা জানিয়ে দিয়েছেন জহর সরকার। আগামী সপ্তাহে দিল্লিতে গিয়ে রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের কাছে পদত্যাগ পত্র জমা দেবেন এই সাংসদ, সূত্রের খবর এমনটাই। শুধু সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা নয়, রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ানোরও ঘোষণা করেছেন জহর সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেওয়া চিঠিতে তিনি বলেন, 'আমি গত একমাস ধৈর্য ধরে আর জি কর হাসপাতালের ঘৃণ্য ঘটনার বিরুদ্ধে সবার প্রতিক্রিয়া দেখেছি আর ভেবেছি আপনি কেন সেই পুরনো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে সরাসরি জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলছেন না। এখন সরকার যে সব শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে তা এক কথায় অতি অল্প এবং অনেক দেরি হয়ে গেছে। সবাই মনে করে রাজ্যে স্বাভাবিক অবস্থা অনেক আগেই ফিরে আসতে পারত যদি দুর্নীতিগ্রস্ত এই ডাক্তারদের চক্র ভেঙে দেওয়ার সময়োচিৎ সিদ্ধান্ত নেওয়া হত, এবং যে উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা এই নক্কারজনক ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তাদের তৎক্ষণাৎ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হত'।

তিনি আরও লিখেছেন, 'আমার বিশ্বাস এই আন্দোলনে পথে নামা মানুষরা অরাজনৈতিক এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই প্রতিবাদ করছেন। অতএব রাজনৈতিক তকমা লাগিয়ে এই আন্দোলনকে প্রতিরোধ করা সমীচীন হবে না। অবশ্যই বিরোধী দলগুলি এই আন্দোলন থেকে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার চেষ্টা করছে, কিন্তু যে সাধারণ ছাত্রছাত্রী ও মানুষেরা পথেঘাটে দিনের পর দিন প্রতিবাদ করছেন, তাঁরা এই দলগুলিকে ঢুকতে দিচ্ছেন না।' (বানান অপরিবর্তিত)

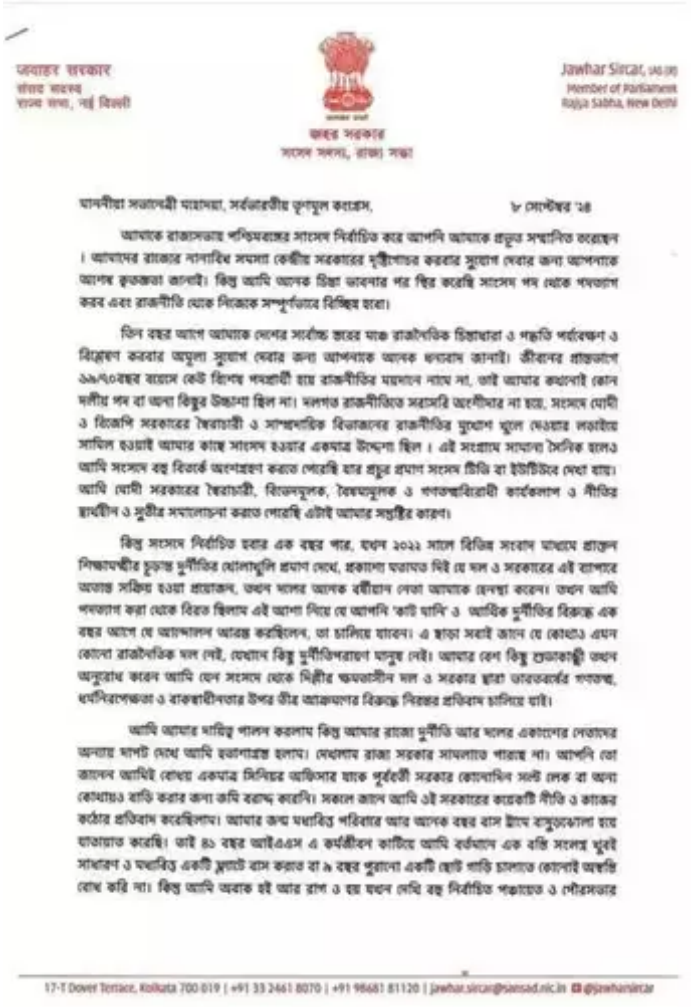

জবাহর সরকার
সংসদ সদস্য
রাজ্য সভা, নই দিল্লী

জহর সরকার
সংসদ সদস্য, রাজ্য সভা

Jawhar Sircar, IAS (R)
Member of Parliament
Rajya Sabha, New Delhi

মাননীয়া সভানেত্রী মহাশয়া, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস, ৮ সেপ্টেম্বর '২৪

আমাকে রাজ্যসভায় পশ্চিমবঙ্গের সাংসদ নির্বাচিত করে আপনি আমাকে প্রভূত সম্মানিত করেছেন। আমাদের রাজ্যের নানাবিধ সমস্যা কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিগোচর করবার সুযোগ দেবার জন্য আপনাকে আন্তর কৃতজ্ঞতা জানাই। কিন্তু আমি অনেক চিন্তা ভাবনার পর স্থির করেছি সাংসদ পদ থেকে পদত্যাগ করব এবং রাজনীতি থেকে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করব।

তিন বছর আগে আমাকে দেশের সর্বোচ্চ স্তরের মঞ্চে রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করবার অমূল্য সুযোগ দেবার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাই। জীবনের প্রাক্কালে ৬৯/৭০ বছর বয়সে কেউ বিশেষ পদপ্রার্থী হয়ে রাজনীতির ময়দানে নামে না, তাই আমার কখনোই কোন দলীয় পদ বা অন্য কিছুর উচ্চাশা ছিল না। দলগত রাজনীতিতে সরাসরি অংশীদার না হয়ে, সংসদে মোদী ও বিজেপি সরকারের স্বৈরাচারী ও সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতির মুখোশ খুলে দেওয়ার লড়াইয়ে সামিল হওয়াই আমার কাছে সাংসদ হওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এই সংগ্রামে সামান্য সৈনিক হলেও আমি সংসদে বহু বিতর্কে অংশগ্রহণ করতে পেরেছি যার প্রচুর প্রমাণ সংসদ টিভি বা ইউটিউবে দেখা যায়। আমি মোদী সরকারের স্বৈরাচারী, বিভাজনমূলক, বৈষম্যমূলক ও গণতন্ত্রবিরোধী কার্যকলাপ ও নীতির স্বাধীন ও সুতীব্র সমালোচনা করতে পেরেছি এটাই আমার সন্তুষ্টির কারণ।

কিন্তু সংসদে নির্বাচিত হবার এক বছর পর, যখন ২০২২ সালে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর চূড়ান্ত দুর্নীতির খোলাখুলি প্রমাণ দেখে, প্রকাশ্য মতামত দিই যে দল ও সরকারের এই ব্যাপারে অত্যন্ত সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন, তখন দলের অনেক বর্ষীয়ান নেতা আমাকে ভর্ৎসনা করেন। তখন আমি পদত্যাগ করা থেকে বিরত ছিলাম এই আশা নিয়ে যে আপনি 'কাটমানি' ও আর্থিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে এক বছর আগে যে আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন, তা চালিয়ে যাবেন। এ ছাড়া সবাই জানে যে কোথাও এমন কোনো রাজনৈতিক দল নেই, যেখানে কিছু দুর্নীতিপরায়ণ মানুষ নেই। আমার বেশ কিছু শুভাকাঙ্ক্ষী তখন অনুরোধ করেন আমি যেন সংসদে থেকে দিল্লীর ক্ষমতাসীন দল ও সরকার দ্বারা ভারতবর্ষের গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাকস্বাধীনতার উপর তীব্র আক্রমণের বিরুদ্ধে নিরন্তর প্রতিবাদ চালিয়ে যাই।

আমি আমার দায়িত্ব পালন করলাম কিন্তু আমার রাজ্য দুর্নীতি আর দলের একাংশের নেতাদের অন্যায় দাপট দেখে আমি হতাশাগ্রস্ত হলাম। দেখলাম রাজ্য সরকার সামলাতে পারছে না। আপনি তো জানেন আমিই বোধহয় একমাত্র সিনিয়র অফিসার যাকে পূর্ববর্তী সরকার কোনোদিন সল্টলেক বা অন্য কোথাও বাড়ি করার জন্য জমি বরাদ্দ করেনি। সকলে জানে আমি ঐ সরকারের কয়েকটি নীতি ও কাজের কঠোর প্রতিবাদ করেছিলাম। আমার জন্ম মধ্যবিত্ত পরিবারে আর অনেক বছর বাস ট্রামে বাদুড়ঝোলা হয়ে যাতায়াত করেছি। তাই ৪১ বছর আইএএস এ কর্মজীবন কাটিয়ে আমি বর্তমানে এক বস্তি সংলগ্ন খুবই সাধারণ ও মধ্যবিত্ত একটি ফ্ল্যাটে বাস করতে বা ৯ বছর পুরানো একটি ছোট গাড়ি চালাতে কোনোই অস্বস্তি বোধ করি না। কিন্তু আমি অবাক হই আর রাগ ও হয় যখন দেখি বহু নির্বাচিত পঞ্চায়েত ও পৌরসভার

17-T Dover Terrace, Kolkata 700 019 | +91 33 2461 8070 | +91 98681 81120 | jawhar.sircar@sansad.nic.in | @jawharsircar

গাড়ি ব্যবহার করছে। এইসব দেখে নাগরিক হিসাবে শুধু আমার নয়, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ তীব্র হয়ে ওঠে।

এ কথাও অবশ্যই স্বীকার্য ও সত্য যে অন্যান্য দল এবং অন্যান্য রাজ্যের অনেক সম্পত্তি অবৈধভাবে অর্জন করেছেন। কিন্তু আমাদের রাজ্য এই অসংযত দুর্নীতি এবং আধিপত্য মেনে নেবে না। আমি জানি কেন্দ্রীয় সরকার বহু কোটিপতিদের আরও ধনবান করে নিজেদের নির্বাচনী ও আর্থিক পরিস্থিতি মজবুত করেছে। আমি সবসময় সংসদে ও সামাজিক গণমাধ্যমে মোদী সরকারকে এই সুবিধাবাদী-পুঁজিবাদের নীতি বিষয়ে আক্রমণ করতেই থাকি। আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারি না যখন দেখি দুর্নীতিগ্রস্ত কোন অফিসার (বা ডাক্তারদের) মনোমত পোস্টিং দেওয়া হয় বা উচ্চতম পদে বসানো হয়।

মাননীয়া মহাশয়া, বিশ্বাস করুন এই মুহূর্তে রাজ্যের সাধারণ মানুষের যে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন ও রাগের বহিঃপ্রকাশ আমরা সবাই দেখছি, এর মূল কারণ কতিপয় পছন্দের আমলা ও দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পেশীশক্তির আস্ফালন। আমার এত বছরের জীবনে এমন ক্ষোভ ও সরকারের প্রতি সম্পূর্ণ অনাস্থা আগে কখনও দেখি নি। এমনকী যখন সরকার তথ্যমূলক বা সত্য কোনো বক্তব্যও মানুষের সামনে রাখছে, তাঁরা একেবারেই বিশ্বাস করছেন না। আমি গত একমাস ধৈর্য ধরে আর জি কর হাসপাতালের ঘৃণ্য ঘটনার বিরুদ্ধে সবার প্রতিক্রিয়া দেখছি আর ভেবেছি আপনি কেন সেই পুরানো মমতা ব্যানার্জীর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে সরাসরি জুনিয়র ডাক্তারদের সাথে কথা বলছেন না। এখন সরকার যে সব শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে তা এক কথায় অতি অল্প এবং অনেক দেরি হয়ে গেছে। সবাই মনে করে রাজ্যে স্বাভাবিক অবস্থা অনেক আগেই ফিরে আসতে পারত যদি দুর্নীতিগ্রস্ত এই ডাক্তারদের চক্র ভেঙে দেওয়ার সময়োচিত সিদ্ধান্ত নেওয়া হত, এবং যে উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা এই সাঙ্ঘাতিক ঘটনার সাথে জড়িত, তাদের তৎক্ষণাৎ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হত।

আমার বিশ্বাস এই আন্দোলন পথে নামা মানুষেরা অরাজনৈতিক এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই প্রতিবাদ করছেন। অতএব রাজনৈতিক তকমা লাগিয়ে এই আন্দোলনকে প্রতিরোধ করা সমীচীন হবে না। অবশ্যই বিরোধী দলগুলি এই আন্দোলন থেকে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার চেষ্টা করছে, কিন্তু যে সাধারণ ছাত্রছাত্রী ও মানুষেরা পথেঘাটে দিনের পর দিন প্রতিবাদ করছেন, তাঁরা এই দলগুলিকে ঢুকতে দিচ্ছেন না। এঁরা কেউ রাজনীতি পছন্দ করেন না, শুধু একবাক্যে বিচার ও শাস্তির দাবি তুলছেন। আমরা যদি নিরপেক্ষভাবে এই আন্দোলন বিশ্লেষণ করি, দেখব যে এই প্রতিবাদ শুধুমাত্র 'অভয়া'-র পক্ষে নয়, রাজ্য সরকার আর শাসক দলের বিরুদ্ধেও। তাই অবিলম্বে পথ পরিবর্তন প্রয়োজন দরকার, নয়তো সাম্প্রদায়িক শক্তি এই রাজ্যকে তাদের দখলে নিয়ে নেবে।

আমার বক্তব্য লিখিতভাবে জানাতে বাধ্য হলাম কারণ দীর্ঘদিন আপনার সাথে ব্যক্তিগতভাবে দেখা বা আলাপ আলোচনা করার সুযোগ পাইনি। আমাদের রাজ্যের নানাবিধ বিষয় নিয়ে ৩ বছর সংসদে উত্থাপন করার অমূল্য সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে আমি আবার অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু আমি আর সাংসদ থাকতে চাই না। এই দেশ এবং এই রাজ্য দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িকতা এবং স্বৈরাচারের প্রতিবাদে আমার অবস্থান অনড় থাকবে। আমি আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই দিল্লিতে গিয়ে রাজ্যসভার সভাপতির হাতে আমার পদত্যাগপত্র জমা দেব এবং রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণভাবে বিদায় নেব। আমার সম্মান ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

2

(জহর সরকার)

Jawhar Sircar, IAS (R)
Member of Parliament,
Rajya Sabha, from West Bengal

আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই দিল্লি গিয়ে ইস্তফা দেওয়ার কথাও চিঠিতে উল্লেখ করেছেন জহর সরকার। তাঁর ইস্তফা প্রসঙ্গে এখনও দলীয় তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি তৃণমূল। রাজ্য শাসক দলের মুখপাত্র জয়প্রকাশ মজুমদারের সঙ্গে এই প্রসঙ্গে যোগাযোগ করে 'এই সময় অনলাইন'। কিন্তু তিনি এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ অবশ্য বলেছেন, 'জহর সরকারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। তাঁর সিদ্ধান্তের সমালোচনা করছি না। ওঁর সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। আমরা তাঁর কথার সমালোচনা করব না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি তাঁর যে শ্রদ্ধা এবং সম্পর্ক তা তিনি ছিন্ন করছেন না।'

লেখকের সম্পর্কে জানুন

তুহিনা মণ্ডল ২ বছরেরও বেশি সময় ধরে Ei Samay Digital-এ ডিজিটাল কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি 'খাস খবর' নামে এক পাক্ষিক পত্রিকা দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ করার সময় তিনি বাংলা সংবাদপত্র 'দৈনিক স্টেটসম্যান'-এ রিপোর্টার হিসেবে কাজ করেন। ডিজিটালাইজেশনের যুগে কর্মজীবনকে নতুন দিশা দেওয়ার উদ্দেশে তিনি Ei Samay Digital-এ যোগ দেন। ডিজিটাল মাধ্যমের বিভিন্ন খবর তাঁর নিয়মিত চর্চার মধ্যে পড়ে। পাঠককে দ্রুত সঠিক খবর পৌঁছে দিতে তিনি সদা সচেষ্ট থাকেন। অবসর সময়ে তিনি বইপত্র পড়া এবং বেড়াতে ভালোবাসেন।... আরও পড়ুন